দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 DEC 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

028

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

আমার ছোটভাই এবছর অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ফেল করেছে। সে কেন ফেল করলো সে বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আলোচ্য চিঠি। সে তেজগাঁও কলেজের ছাত্র হিসেবে ঢাকা বোর্ডের অধীনে বাণিজ্য শাখায় অংশগ্রহণ করেছিল। সর্বমোট নম্বর পেয়েছে ৬২০। এরমধ্যে ইংরেজী প্রথম পত্রে পেয়েছে ৪৫ এবং দ্বিতীয় পত্রে ১২। দু'পত্র মিলে পাস নম্বর হচ্ছে ৬৬। অর্থাৎ তার কম পড়ছে ৯ নম্বর। এই ৯নম্বরই তার ভাগ্য (?) চূড়ান্ত করে ফেলল; যদিও তার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা ছিল। আমার মনে হয় তারমত অবস্থা আরও অনেক ছাত্রছাত্রীরই হয়েছে।

একজন ছাত্র বা ছাত্রী একটানা দু'বছর মেয়াদী পরিশ্রমের পর ১ মাস মেয়াদী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এই দীর্ঘ সময়ে যে কোন কারণে একজন পরীক্ষার্থীর একটি বিষয় খারাপ হতে পারে। এই একটি বিষয়ের ফল সব বিষয়ের ওপরই বর্তাবে—তা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?

ইতিপূর্বে ঢাকা বোর্ডের একটি নিয়ম ছিল—একবিষয়ে যদি কেউ অকৃতকার্য হতো তাহলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নম্বর তাকে 'grace' হিসেবে দেয়া হতো এবং প্রতি এক নম্বরের পরিবর্তে সাত নম্বর করে বাদ দিয়ে সর্বমোট যা নম্বর থাকত তার উপর ভিত্তি করে ফল প্রদান করা হতো। এ নিয়ম কবে প্রত্যাহার করা হয়েছে জানিনা। এ নিয়ম থাকলে আমার ভাইটির ফল হতো ৬২০−(৯×৭) = ৫৫৭ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিভাগ। স্নাতক পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ে যোগ্যতা নিরূপক নম্বর রয়েছে। তা হচ্ছে ২৫। কোন একটি বিষয়ে কেউ যদি ২৫-এর কম নম্বর পায় তাহলে এ নম্বর তার সর্বমোট নম্বরের সাথে যোগ হবে না, কিন্তু এক্ষেত্রে তাকে পরীক্ষায় অকৃতকার্য ঘোষণা করা হবে না। এ নিয়ম মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে চালু করলে অসুবিধা কোথায় ?

এ প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন বিষয়ে ভর্তির সময় উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ও তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহের প্রাপ্ত নম্বর দেখা হয়। কাজেই উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কোন একটি বিষয়ের অকৃতকার্যতা পরবর্তী পর্যায়ের পড়াশুনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এক বা দু'বিষয়ে অকৃতকার্য ছেলেমেয়েদের, পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার দেড় থেকে দু'মাসের মধ্যে পুনরায় উক্ত বিষয়সমূহের পরীক্ষা নিলেই সবচেয়ে ভাল হয়।

বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের পরই ছাত্রছাত্রীদের জীবনে নেমে আসে অনিশ্চয়তা। সুতরাং মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একটি বছর নষ্ট যে, কতটুকু দুর্ভোগ বয়ে আনে তা সহজেই অনুমেয়। তাই বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে যারা এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, তাদের শিক্ষা বছরটি সম্পূর্ণ নষ্ট না করে কোন বিকল্প উপায় বের করুন।

আনিস-উল-হক,
গ্রাম : অশুর খাই,
ডাকঘর : কামারপুকুর, নীলফামারী।